গ্রাম উন্নয়ন ত্রৈমাসিক বাংলা বুলেটিন

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা

২৫ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা ॥ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮

বার্ডের ৫১তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বার্ড-এর ৫১তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি

গত ০৪-০৫ আগস্ট ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)-এর লালমাই মিলনায়তনে দুই দিন ব্যাপী ৫১তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গেস্ট অফ অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিরডাপ-এর মহাপরিচালক জনাব টেভিটা জি বোসোওয়াকা তাজিনাভুলাও।

এছাড়া, অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাপার্ড-এর মহাপরিচালক জনাব শেখ মোঃ মনিরুজ্জামান, আরডিএ, বগুড়া-এর মহাপরিচালক ড. আবদুল মতিন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উপ সচিব জনাব মোঃ আজম-ই সাদত।

১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উদ্‌যাপিত

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)-এ যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০১৮ উদযাপিত হয়েছে। জাতীয় শোক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অর্ধনমিতকরণ, বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বার্ডের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে শোক র‍্যালী, চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা, ভিডিও প্রদর্শনী, পবিত্র কোরআন খতম, এতিমদের জন্য বিশেষ ভোজ, মিলাদ মাহফিল, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণসহ দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বার্ডের ময়নামতি

৩ পৃষ্ঠায় দেখুন

জাতীয় শোক দিবস ২০১৮ উপলক্ষে বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান-এর নেতৃত্বে শোক র‍্যালী

বার্ডে রিও কনভেনশন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১২ জুলাই ২০১৮ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে রিও কনভেনশন বিষয়ক অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি বার্ডের অনুষদ সদস্যদের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় টেকসই প্রকল্প গ্রহণের জন্য আহবান জানান। কর্মশালায় "রিও কনভেনশন ও এর বাস্তবায়ন" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক এবং রিও প্রজেক্টের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ জিয়াউল হক। প্রবন্ধে তিনি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় রিও কনভেনশনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। এছাড়া, রিও কনভেনশনের বিভিন্ন বাধ্যবাধকতার উপর উপস্থাপনা দেন রিও প্রজেক্টের বিশেষজ্ঞ ড. খায়রুল আলম। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বার্ডের পরিচালক ড. এ, কে, শরীফউল্লাহ। উক্ত কর্মশালায় বার্ডের অনুষদবর্গ উপস্থিত ছিলেন। পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক জনাব মোঃ সামছুল আলম কর্মশালাটি সফলভাবে আয়োজনে সহায়তা করায় বার্ড কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

রুরাল ট্যুরিজম ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

রুরাল ট্যুরিজম ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখেন বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)-এর ৫৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ২৩ জুলাই, ২০১৮ রুরাল ট্যুরিজম ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক দিনব্যাপী একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. এমরান কবির চৌধুরী, উপাচার্য, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ও সদস্য, বার্ড পরিচালনা পর্ষদ। এতে সভাপতিত্ব করেন ড. এম. মিজানুর রহমান, মহাপরিচালক, বার্ড। সেমিনারে ড. আখতার হামিদ খান-এর জীবন দর্শন ও কর্ম বিষয়ক নিবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পরিচালক (প্রকল্প), বার্ড। পরবর্তিতে রুরাল ট্যুরিজম ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক নিবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. জিল্লুর রহমান পল, উপ-পরিচালক, বার্ড। এছাড়াও বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন-এর প্রতিনিধি জনাব মোঃ জিয়াউল হক হাওলাদার এবং জনাব মোঃ আজিজুর রহমান, উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার।

রিও কনভেনশন বিষয়ক অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান

বার্ডে বিসিএস কর্মকর্তাদের সংযুক্তি কর্মসূচি

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে ৬৭তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের দারিদ্র্য অধ্যয়ন ও পল্লী উন্নয়ন শীর্ষক সংযুক্তি কর্মসূচি গত ০১-১২ জুলাই ২০১৮ মেয়াদে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সংযুক্তি কর্মসূচিতে বিভিন্ন ক্যাডারের ৪৩জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। দুই সপ্তাহব্যাপী এ প্রোগ্রামে দারিদ্র্য দূরীকরণের বিভিন্ন কৌশলের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিলো প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর সাথে গ্রামীণ পরিবারের সংযুক্তি। কর্মসূচির উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান। তিনি বলেন, সরকারের গৃহীত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নে সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। দেশের উন্নয়ন ও সেবার জন্য তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের বদ্ধপরিকর হতে আহবান জানান। অনুষ্ঠানে বার্ডের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মিলন কান্তি ভট্টাচার্য্য বক্তব্য প্রদান করেন। বিপিএটিসি এর প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. মঈন উদ্দীন, উপ-পরিচালক। উক্ত সংযুক্তি কর্মসূচির কোর্স পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন বার্ডের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাদের। সহযোগী কোর্স পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন বেগম আফরীন

সংযুক্তি কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান

খান, উপ-পরিচালক। কোর্সের সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন ড. মোঃ কামরুল হাসান, যুগ্ম-পরিচালক (প্রশিক্ষণ)।

৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকী

১ম পৃষ্ঠার পর

মিলনায়তনে বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সবাইকে বঙ্গবন্ধুর চেতনা ধারণ করে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালনের আহবান জানান। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বার্ডের পরিচালক (প্রশাসন) ড. কামরুল আহসান, পরিচালক (প্রকল্প) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান ও জনাব আবুল কালাম আজাদ, সভাপতি বার্ড অফিসার্স এসোসিয়েশন ও ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (পল্লী সমাজতত্ত্ব ও জনমিতি)। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শেখ মাসুদুর রহমান, যুগ্ম-পরিচালক (সাধারণ প্রশাসন), বার্ড। দিনব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলোতে চলমান কোর্সসমূহের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ, বার্ডের সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারি ও বার্ড মডেল স্কুলের শিক্ষার্থীগণ অংশগ্রহণ করেন।

বার্ড এবং বিভিন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে কৃষি প্রযুক্তি নির্বাচন ও সম্প্রসারণ বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ৩১ জুলাই ২০১৮ দিনব্যাপী বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির লালমাই মিলনায়তনে কৃষি প্রযুক্তি নির্বাচন ও সম্প্রসারণ বিষয়ক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বার্ডের পরিচালক ও সেমিনার আহবায়ক ড. এ, কে, শরীফউল্লাহ। সেমিনারে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে আগত উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, জৈব প্রযুক্তি, আধুনিক কৃষি বাজার ব্যবস্থাপনার উপর স্ব-স্ব উপস্থাপনা প্রদান করেন। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বার্ডের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মিলন কান্তি ভট্টাচার্য্য। সেমিনারে বার্ডের অনুষদবর্গ অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারের সমাপনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বার্ডের পরিচালক (প্রশাসন) ড. কামরুল আহসান। উক্ত সেমিনারে সহযোগী সেমিনার আহবায়কের দায়িত্ব পালন করেন বার্ডের সহকারী পরিচালক জনাব কামরুল হাসান।

বার্ডে কৃষি প্রযুক্তি নির্বাচন ও সম্প্রসারণ বিষয়ক সেমিনারে সভাপতির বক্তব্য রাখেন ড. এ, কে, শরীফউল্লাহ, পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ বিভাগ), বার্ড

লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের সুফলভোগীদের মাঝে উপকরণ বিতরণ

লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের ১০৪ জন সুফলভোগীদের মাঝে উন্নত জাতের মাছ চাষের লক্ষ্যে ৩১২ কেজি (আনুমানিক ৬২,৫০০টি) মাছের পোনা বিতরণ করা হয়েছে। উন্নত জাতের হাঁস পালনের লক্ষ্যে ৯৪০টি হাঁসের বাচ্চা ৩৭ জন সুফলভোগীকে বিতরণ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর, বুড়িচং ও সদর দক্ষিণ উপজেলায় ৫০০জন সুফলভোগীকে হাঁসের বাচ্চা বিতরণ করা হবে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় ১৮০টি গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন সৃজন করা হয়েছে এবং ৫,৯৬৫ জন সুফলভোগী এ সকল সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন। সুফলভোগীদের মাঝে উন্নত জাতের ফল বাগান করার লক্ষ্যে ৭৫৭২টি উন্নত জাতের ফলের চারা প্রকল্পভুক্ত ৯৭টি সংগঠনের ১১৪৭ জনের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

এছাড়া, উন্নত জাতের মুরগি পালনের লক্ষ্যে

লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের সুফলভোগীদের মাঝে উপকরণ বিতরণ করেন বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান

৩৬৫০টি মুরগির বাচ্চা ১৪৬ জন সুফলভোগীকে বিতরণ করা হয়েছে। উন্নত জাতের হাঁস পালনের লক্ষ্যে ১৮০০ টি হাঁসের বাচ্চা ৭২ জন সুফলভোগীকে বিতরণ করা হয়েছে। উন্নত জাতের মাছ চাষের লক্ষ্যে ৪৫০ কেজি (আনুমানিক ৫৫,০০০টি) মাছের পোনা ১২০ জন সুফলভোগীর মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লায় গত ২৯ জুলাই - ২ আগস্ট ২০১৮ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। এ প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান। সভাপতির বক্তৃতায় তিনি বলেন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে উন্নয়ন প্রকল্পের কোনো বিকল্প নেই। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সরকারের গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পে নিজেদের সম্পৃক্ত হওয়ার আহবান জানান। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ সালাহ উদ্দিন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বার্ডের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মিলন কান্তি ভট্টাচার্য্য। কোর্সের পরিচিতি তুলে ধরেন বার্ডের পরিচালক (প্রকল্প) ও কোর্স পরিচালক জনাব মোঃ মিজানুর রহমান। এ কোর্সে সহযোগী কোর্স পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন জনাব তানভীর আহমেদ, উপরিচালক, বার্ড। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের ২৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

নথি ব্যবস্থাপনা, আচরণ, অফিস শৃংখলা ও নাগরিক সেবা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)- এ কর্মরত সেকশন অফিসার, উচ্চমান সহকারী ও নিম্নমান সহকারীগণের জন্য ৭ দিন ব্যাপী নথি ব্যবস্থাপনা, আচরণ, অফিস শৃংখলা ও নাগরিক সেবা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স (২৪ জুলাই - ০১ আগস্ট ২০১৮) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে একাডেমির ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কোর্স এর উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন ড. কামরুল আহসান, পরিচালক (প্রশাসন), জনাব মিলন কান্তি ভট্টাচার্য্য,পরিচালক (প্রশিক্ষণ), কোর্স পরিচালক শেখ মাসুদুর রহমান, যুগ্ম-পরিচালক (সাধারণ প্রশাসন) এবং সহকারী কোর্স পরিচালক কাজী ফয়েজ আহমেদ, সহকারী পরিচালক, বার্ড।

বার্ডে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-১৯ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১০ জুলাই ২০১৮ তারিখে বার্ডের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-১৯ বিষয়ে দিনব্যাপী একটি অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থাপনা দেন ড. আবদুল করিম, যুগ্ম পরিচালক ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) কমিটির সদস্য সচিব। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন ড. এ, কে, শরীফউল্লাহ, পরিচালক, বার্ড ও এপিএ কমিটির সভাপতি এবং বার্ডের অনুষদ সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন শাখার শাখা প্রধানগণ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান

বার্ডের বার্ষিক কর্মসম্পাদন বিষয়ক কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্য প্রদান করেন বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান

মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ বার্ড কর্তৃক পরিচালিত মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন (মশিআপুউ) প্রকল্পের ১৯তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলন (এপিসি) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান। তিনি বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, এ প্রকল্প নারীর ক্ষমতায়ন এবং আর্থ-সামাজিক মুক্তি নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। পরিকল্পনা সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বার্ডের পরিচালক (প্রশাসন) ড. কামরুল

কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের জন প্রতিনিধিদের জন্য নগর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ও আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১৬-২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ৫দিন ব্যাপী বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)-এ কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত কাউন্সিলরগণের জন্য নগর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ও আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বার্ডের পরিচালক ড. এ, কে, শরীফউল্লাহ। সভাপতির বক্তৃতায় তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে নগর উন্নয়নে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। কুমিল্লা মহানগরীকে অধিকতর বাসযোগ্য করে গড়ে তুলতে তিনি কাউন্সিলরগণকে আহবান জানান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব অনুপম বড়ুয়া। তিনি প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করার জন্য বার্ড কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের ৩৬জন কাউন্সিলর অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বার্ডের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মিলন কান্তি ভট্টাচার্য্য। কোর্সের পরিচিতি তুলে ধরেন বার্ডের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (পল্লী প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার) ও কোর্স পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল কাদের। এ কোর্সে সহযোগী কোর্স পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন বেগম আযমা মাহমুদা, সহকারী পরিচালক, বার্ড।

বার্ডের মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান

নগর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ও আইন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ড. এ, কে, শরীফউল্লাহ, পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ), বার্ড

আহসান। পরিকল্পনা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বার্ডের পরিচালক (প্রকল্প) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান। প্রকল্পভুক্ত ২৪টি গ্রাম সংগঠনের সদস্য ও অতিথিবৃন্দসহ ২৫০ জন এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলন উপলক্ষে ২৪টি গ্রাম সংগঠনের পক্ষ থেকে বার্ড প্রাঙ্গণে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

আফগানিস্তান প্রতিনিধি দলের বার্ড সফর

গত ৪ জুলাই ২০১৮ তারিখ আফগানিস্তান সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ বার্ড পরিদর্শন করেন। অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে ছিলেন আফগানিস্তান সরকারের মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব নাসরুল্লাহ আর্সালাই, জনাব হামদুল্লাহ হামদার্দ, উপমন্ত্রী, সেচ, কৃষি ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, জনাব আগা হোসেন, উপমন্ত্রী, তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ কৃষি, খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন দপ্তরের ১৩ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। এছাড়া, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সহকারী কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টিটিভসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন। বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে তথা পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সূতিকাগার হিসেবে বার্ডের নানা কার্যক্রমের প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপনায় বাংলাদেশের পল্লীর সমৃদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্য, বার্ড সৃষ্টির প্রেক্ষাপট, কুমিল্লা মডেল, বর্তমান উন্নয়ন দর্শন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এর সংযুক্তি কর্মসূচির প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান

প্রতিনিধি দল বার্ড ক্যাম্পাস পরিদর্শন শেষে ম্যাগসাসে এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি পরিদর্শন করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এর সংযুক্তি কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

গোপালগঞ্জ জেলার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের, লোক প্রশাসন বিভাগ-এর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আয়োজিত পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক ২ দিন ব্যাপী সংযুক্তি কর্মসূচির সমাপনী অধিবেশন গত ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান। সংযুক্তি কর্মসূচিতে লোক প্রশাসন বিভাগের ৪৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। এ কর্মসূচিতে পল্লী উন্নয়নে কুমিল্লা পদ্ধতির ইতিহাস ও কর্মসূচিসমূহ, পল্লী অঞ্চলে গবেষণা পরিচালনা, পল্লী উন্নয়নে বার্ডের প্রায়োগিক গবেষণা, সিভিডিপি ও একটি বাড়ি একটি খামার কর্মসূচিসহ বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হয়।

আফগানিস্তান প্রতিনিধি দলের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

বার্ড ও বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের যৌথ উদ্যোগে প্রযুক্তি সম্প্রসারণ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ দিনব্যাপী বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির লালমাই মিলনায়তনে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি পরিচিতি বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি উল্লেখ করেন যে, গ্রামীণ পর্যায়ে প্রযুক্তি সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কর্মশালায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বন বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা জনাব শহীদুল্লাহ। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বন বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. মোঃ মাহাবুবুর রহমান। বিএফআরই এর উদ্ভাবিত সম্প্রসারণযোগ্য বিভিন্ন প্রযুক্তি উপস্থাপন করেন ড. মোঃ জাকির হোসাইন। উক্ত কর্মশালায় বার্ডের অনুষদবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

বার্ডের মহাপরিচালক এর সাথে তথ্য প্রযুক্তির নতুন প্রজন্মের আইকনের সৌজন্য সাক্ষাৎ

তথ্য প্রযুক্তির আইকন শেখ গালিব রহমানকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান

তথ্য প্রযুক্তি খাতে বিশ্বব্যাপী নতুন প্রজন্মের আইকন শেখ গালিব রহমান তাঁর সহযোগীরাসহ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)-এর মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

ফ্রিল্যান্সিং এবং আউটসোর্সিং বিষয়ে বার্ড-কে কিভাবে সম্পৃক্ত করা যায় সে বিষয়ে মত বিনিময় করা হয়। উক্ত মত বিনিময় অনুষ্ঠানে কুমিল্লার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) জনাব মুঃ আসাদুজ্জামান, বার্ড-এর পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মিলন কান্তি ভট্টাচার্য্য, উপ-পরিচালক (উন্নয়ন যোগাযোগ) কাজী সোনিয়া রহমান এবং বার্ড এর ভৌত অবকাঠামো প্রকল্পের আইটি কনসালটেন্ট জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, তথ্য প্রযুক্তিখাতে বিশ্বব্যাপী নতুন প্রজন্মের আইকন জনাব শেখ গালিব রহমান ওয়াশিংটন ডিসিতে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব রিচমন্ডের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টর হিসেবে কর্মরত আছেন।

লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান

বাখরাবাদ গ্যাস কোম্পানীর কর্মকর্তাদের জন্য অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন

বার্ডে গত ০৯-১৩ সেপ্টেম্বর মেয়াদে বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ এর কর্মকর্তাদের অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়। কোর্সের সমাপনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ড. কামরুল আহসান, পরিচালক (প্রশাসন), বার্ড। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব নারায়ন চন্দ্র পাল, মহাব্যবস্থাপক (অর্থ), বিজিডিসিএল, কোর্স পরিচালক জনাব আবুল কালাম আজাদ, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (পল্লী সমাজতত্ত্ব ও জনমিতি), জনাব মিলন কান্তি ভট্টাচার্য্য, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এবং কোর্স সমন্বয়ক জনাব সালাহ উদ্দিন ইবনে সাঈদ, উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ), বার্ড। প্রশিক্ষণ কোর্সে বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ এর ২২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ এর কর্মকর্তাদের অফিস ব্যবস্থাপনা কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে ড. কামরুল আহসান ও অন্যান্য অনুষদ সদস্যবৃন্দ

একাডেমির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
(জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১৮)

বার্ডের প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে প্রশিক্ষণ অন্যতম। বার্ড বুনিয়াদি ও বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা সংস্থার অর্থায়নে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ, পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত সংযুক্তি, অবহিতকরণ ও পরিদর্শন কর্মসূচি, প্রকল্পের সুফলভোগীদের জন্য বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এছাড়া, বার্ড সেমিনার, কনফারেন্স, ওয়ার্কশপ ইত্যাদিও নিয়মিতভাবে আয়োজন করে থাকে। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮ সময়ে বার্ডে উদ্যোক্তা সংস্থার অর্থায়নে বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য অফিস ব্যবস্থাপনা এবং কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন-এর জনপ্রতিনিধিদের জন্য নগর স্থানীয় সরকার পদ্ধতি ও আইন বিষয়ক ০২টি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে মোট ৫২জন অংশগ্রহণ করেন।

মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স -এর আওতায় বার্ডের সেকশন অফিসার, উচ্চমান সহকারী, নিম্নমান সহকারীদের জন্য নথি ব্যবস্থাপনা, আচরণ বিধি, শৃঙ্খলা ও নাগরিক সেবা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে মোট ৩০জন অংশগ্রহণ করেন।

সংযুক্তি কর্মসূচির আওতায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিসিএস কর্মকর্তাদের জন্য 67th Attachment Programme on Proverty Studies and Rural Development এবং লোকপ্রশাসন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ এর মোট ৯১জন অংশগ্রহণ করেন।

বার্ডের স্ব-উদ্যোগে আয়োজিত Development Project Planning and Management (DPPM) প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে মোট ২৫জন অংশগ্রহণ করেন।

বার্ডের কার্যক্রম অবহিতকরণ বিষয়ক কর্মসূচিতে NATP প্রকল্পের প্রতিনিধিগণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৩০৬জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, কোরিয়ার Graduate School of International Studies, EWHA Women University Korea এর ৪জন প্রফেসর বার্ডের অবহিতকরণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

বার্ডের চলমান প্রকল্পের আওতায় কেঁচো সার, ফল চাষ, সেচ ও পানি, মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস কন্যা শিশু ও বিশ্ব শিশু দিবস উপলক্ষে সংগঠনের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে মোট ৪১৯জন সুফলভোগী অংশগ্রহণ করেন।

নগর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ও আইন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

বার্ডে চলমান প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি (জুলাই - সেপ্টেম্বর, ২০১৮)

১. এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ

১.১. একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্প (বার্ড অংশ): সমন্বিত কৃষি কর্মকান্ডের মাধ্যমে কুমিল্লা জেলার লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ী এলাকার জনগণের জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ কুমিল্লা জেলার তিনটি উপজেলার (আদর্শ সদর, সদর দক্ষিণ এবং বুড়িচং) ৮টি ইউনিয়নের ৬৮টি গ্রাম।
প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২০
প্রকল্পের বাজেট (বার্ড অংশ) ঃ ৫০৫৫.০০ লক্ষ টাকা
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ জিওবি

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য

সমন্বিত কৃষি খামারকরণের মাধ্যমে কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ী এলাকার গ্রামীণ জনগণের জীবন মানের উন্নয়ন সাধন করা। এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে ঃ
১. জৈব উপায়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষি জমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ;
২. কৃষি খামার পদ্ধতিসমূহের উন্নয়ন;
৩. ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির বিতরণ ও ব্যবহার উন্নত করা;
৪. বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাছ চাষ বৃদ্ধিকরণ;
৫. গবাদি পশু/ডেইরী/পোল্ট্রি চাষের উন্নতিকরণ;
৬. কৃষিজাত পণ্যের বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ; এবং
৭. প্রকল্প এলাকার জনগণের জীবন মান উন্নয়নের মূল্যায়ন।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহ

১. একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আদলে গ্রামভিত্তিক সংগঠন তৈরি, সদস্যভুক্তি ও ডাটাবেস তৈরী।
২. ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের নিজস্ব পুঁজি গঠন করা।
৩. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবিকায়ন উন্নয়ন কার্যক্রম:
- নার্সারি স্থাপন
- মৌমাছি পালন
- গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী পালন এবং মাছ চাষের মাধ্যমে গ্রামীণ গরীব পুরুষ ও মহিলাদের আয় বৃদ্ধি করা
- আধুনিক ধান, সবজির বীজ ও চারা সরবরাহের মাধ্যমে গরীব কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা
- বিশেষ আর্থিক সহায়তা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হতদরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন
- আধুনিক জাতের ফল চাষাবাদের মাধ্যমে গ্রামীণ পুষ্টি উন্নয়ন

৪. জৈব প্রযুক্তি তথা মাটির উর্বরতা বজায় রাখা, ভার্মি কম্পোস্ট/কুইক কম্পোস্টের মাধ্যমে উর্বরতা রক্ষা ও উন্নয়ন করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

- নতুন ৩১টি সহ মোট ১৮০টি সংগঠন সৃজন হয়েছে।
- নতুন ৯৫৬ জনসহ সর্বমোট ৫,৯৬৫ জন সদস্য সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
- সংগঠনের সদস্যদের নিকট হতে ৩০,৯৭,৪০০/= টাকাসহ সর্বমোট ৮০,৩৬,৩০০/= টাকা সঞ্চয় সংগ্রহ করা হয়েছে।
- ১,৭২৫ টি ভার্মি কম্পোস্ট ইউনিট স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে ও ৪৫০জন সুফলভোগী কর্তৃক কেঁচো সার উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- ফল চাষ বিষয়ে ৬টি ব্যাচে ১৮০ জন, কেঁচো সার উৎপাদন বিষয়ে ৫টি ব্যাচে ১৫০ জন, ফসল উৎপাদনে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৫টি ব্যাচে ১৫০ জন এবং মৎস্য চাষ বিষয়ে ৪টি ব্যাচে ১২০ জন করে মোট ২০টি ব্যাচে ৩০ জন করে ৬০০ জনসহ সর্বমোট ১০৫টি ব্যাচে ৩,১০০ জন সুফলভোগী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।
- তিন মাসে ৪৬১ জনের মাঝে ২৫টি করে মোট ১১,৫২৫টি সহ সর্বমোট ৪৪,০৭৫টি মুরগি বিতরণ করা হয়েছে।
- সুফলভোগীর মাঝে জুলাই মাসে ১০৯ জনকে ২৫টি করে মোট ২,৭২৫টি হাঁসের বাচ্চা বিতরণ করা হয়েছে।
- ২১১ জন সুফলভোগীর জমিতে ২১১টি ফলের বাগান স্থাপন করা হয়েছে যেখানে ১০,২২৫টি ফলের চারা রোপন করা হয়েছে।
- সমিতির সদস্যদের মাঝে সেপ্টেম্বর মাসে ১৯৯১ জনকে ৬/৭টি করে মোট ১৩,৫১০টি ফলের চারা বিতরণ করা হয়েছে।
- ৪৩৪ জনকে মোট ১,৮২০ কেজি মাছের পোনা বিতরণ করা হয়েছে।

১.২. বার্ডের ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কোটবাড়ী, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।
প্রকল্পের বাজেট ঃ ৩৪৩৯.৬৫ লক্ষ টাকা
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ জিওবি
প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জানুয়ারি ২০১৭ - ডিসেম্বর ২০১৯

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বার্ডের ভৌত সুবিধাদির আধুনিকায়ন ও মান উন্নয়নের মাধ্যমে বার্ডের প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা সম্পাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহ
(ক) গবেষণা, প্রশিক্ষণ, প্রকল্প, প্রশাসন বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগ ও শাখার অটোমেশন;
(খ) আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ৫ তলা সম্মেলন কক্ষ-কাম শ্রেণি কক্ষ নির্মাণ;
(গ) ৩ তলা স্কুল ভবন নির্মাণ;
(ঘ) আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ৫ তলা হোস্টেল নির্মাণ;
(ঙ) সুইমিং পুল নির্মাণ;
(চ) ০১টি কোস্টার, একটি জীপ ক্রয় এবং অন্যান্য অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয়।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

- সম্মেলন কক্ষ ও ক্লাস রুম নির্মাণ কাজের ১ম তলার সেন্টারিং ও শাটারিং কাজ চলমান। ফ্লোর ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে।
- সুইমিং পুল নির্মাণ কাজের সুপার স্ট্রাকচারের ৮০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- হোস্টেল নির্মাণ কাজের ১ম তলার ছাদ পর্যন্ত আর.সি.সি কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- বার্ডের বিভিন্ন বিভাগ/শাখার অটোমেশনের লক্ষ্যে ফার্ম নির্বাচনের ২য় পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২. বার্ডের রাজস্ব বাজেটভুক্ত প্রকল্পসমূহ

২.১. গ্রাম সংগঠন ও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে পল্লীর জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা : কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলার ৪নং খোশবাস (দক্ষিণ) ইউনিয়নের ১৩টি গ্রাম।
প্রকল্পের বাজেট: ৪.০০ লক্ষ টাকা (২০১৭-২০১৮)
অর্থায়নকারী সংস্থা: বার্ড রাজস্ব খাত
প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০১৫- জুন ২০২০

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

স্থানীয় সরকার এবং গ্রাম সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পল্লী এলাকার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সাধন করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

• ১৩টি গ্রামে গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

• উক্ত সময়ে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৭ জন এবং মোট সদস্য সংখ্যা হয়েছে ৭২০ জন।

• উক্ত সময়ে সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯,৪২,২১৯/- টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত সঞ্চয়ের পরিমাণ ৭৫,৩৮,৪৪৫/- টাকা।

• মোট শেয়ার জমা হয়েছে ৩,৪৫,৯০০/- টাকা।

• উক্ত সময়ে মোট ঋণ দেয়া হয়েছে ৩৭,৪৯,৮৫৫/- টাকা।

২.২. মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ কুমিল্লা আদর্শ সদর, সদর দক্ষিণ, বুড়িচং ও বরুড়া উপজেলার ২৪টি গ্রাম।
প্রকল্পের ব্যয় বরাদ্দঃ ২৫.৬০ লক্ষ টাকা
অর্থায়নের উৎসঃ বার্ড রাজস্ব খাত
প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০১৫ - জুন ২০১৯

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো নারীদের বিভিন্ন দলে (আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক) সংগঠিত করে তাঁদের নেতৃত্বের বিকাশ সাধন, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মাধ্যমে তাঁদের জ্ঞান, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং যথাযথ প্রযুক্তি হস্তান্তরের ব্যবস্থা নেয়া। নারীদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ব্যবহারিক শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ করে মেয়েদের স্কুলে অর্ন্তভুক্তি ও অবস্থানের হার বৃদ্ধি করা এবং খাদ্য পুষ্টি, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার ও পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ে নারীদের সুশিক্ষিত ও সচেতন করে তোলা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সার্ভিসের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া। গ্রামের নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের মানোন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের সঠিক দিক নির্দেশনা বিষয়ক একটি মডেল উদ্ভাবন করাই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

• ৪টি উপজেলায় ২৪টি গ্রামে মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

• এ পর্যন্ত সদস্যভুক্তি ১০৮২ জন এবং পরিবারভুক্তি ৯০৭টি।

• প্রতিবেদনকালীন সময়ে ০৬টি নিয়মিত পাক্ষিক প্রশিক্ষণ ক্লাশের মাধ্যমে ২৭২ জন সদস্যাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং এ পর্যন্ত সর্বমোট ৭৫৯টি পাক্ষিক ক্লাসের মাধ্যমে ১৮,৪৭৪ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ।

• উক্ত সময়ে সদস্যদের নিকট হতে সঞ্চয় আদায় করা হয়েছে ১,৮০,৫৫০/- টাকা এবং এ পর্যন্ত মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ৫৭,০৯,২০২/- টাকা। সদস্যদের নিকট হতে শেয়ার আদায় করা হয়েছে ৮১,২৭০/-টাকা এবং এ পর্যন্ত মোট শেয়ারের পরিমাণ ২৫,১৩,৯৯৩/- টাকাসহ মোট সঞ্চয় আমানত ৮২,২৩,১৯৫/-টাকা।

• প্রতিবেদনকালীন সময়ে কোন ঋণ প্রদান করা হয়নি। এ পর্যন্ত সর্বমোট ২৫৪৩জনকে ১,৮১,২২,৬০০/- টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত সময়ে প্রকল্পভুক্ত ০৬টি গ্রাম সংগঠনের ১৯জন সদস্যদের নিকট হতে ২,১২,২০০/-টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত সর্বমোট ১,৮১,৭০,৩৭৫/- টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।

• প্রকল্পরভুক্ত হোসেনপুর মহিলা সংগঠনে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস, কন্যা শিশু ও বিশ্ব শিশু দিবস উপলক্ষ্যে সংগঠনের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় মোট ৩০জন উপস্থিত ছিলেন। এতে কুইজ ও গেম, গোল টেবিল বৈঠক এবং ছোটদের পাঠচর্চা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে বিজয়ীকে পুরস্কৃত করা হয় এবং ৩০জনের কাছ থেকে যৌতুক বিরোধী স্বাক্ষর নেয়া হয়।

• প্রকল্পের উদ্যোগে ১৯তম বার্ষিক মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা সম্মেলন আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান। উক্ত সম্মেলন উপলক্ষে অডিটোরিয়াম সংলগ্ন বারান্দায় গ্রাম সংগঠন কর্তৃক পণ্য মেলা ও স্টল প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রকল্পভুক্ত গ্রাম সংগঠনসমূহের বিগত বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতি ও আগামী বছরের পরিকল্পনা সকলের সামনে তুলে ধরা হয়। তাছাড়া, স্টল প্রদর্শনী ও বিগত বছরের সম্পাদিত কার্যক্রমের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ স্টল, শ্রেষ্ঠ সংগঠন, শ্রেষ্ঠ ম্যানেজার, শ্রেষ্ঠ কল্যাণকর্মী, শ্রেষ্ঠ দাইকর্মী, সেরা ঋণগ্রহীতা হিসেবে যথাক্রমে ০৫টি ক্রেস্ট ও ২৮ জন গ্রামকর্মীকে পুরস্কৃত করা হয়। এ সম্মেলনে সংগঠনের সদস্য ও অতিথিসহ মোট ২৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

২.৩. পল্লী এলাকায় উন্নত সেবা সরবরাহে ই-পরিষদ প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ সদর দক্ষিণ উপজেলার জোড়কানন (পূর্ব) ইউনিয়ন
প্রকল্প এলাকা ঃ সদর দক্ষিণ উপজেলার জোড়কানন (পূর্ব) ইউনিয়ন
প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৭
প্রকল্পের বাজেট ঃ ৩.০০ লক্ষ টাকা
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড রাজস্ব খাত
এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে তাঁদের নিকট অত্যাবশ্যকীয় সেবা সরবরাহ করা তথা স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক (ICT) প্ল্যাটফর্ম সৃষ্টির মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন সাধন করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতিঃ

• ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য ৩,৫০,০০০/- টাকার বাজেট অনুমোদিত হয়েছে।

• প্রকল্পটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

২.৪. Management and Extension of BARD Demonstration Dairy Farm

প্রকল্প এলাকাঃ বার্ড ক্যাম্পাস
প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০১৬ - জুন ২০১৭
প্রকল্পের বাজেট ঃ ৫.০০ লক্ষ টাকা
অর্থায়নকারী সংস্থাঃ বার্ড রাজস্ব খাত

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

(১) গাভী পালনের বিজ্ঞানসম্মত বিষয়গুলো প্রদর্শন;
(২) বার্ডের প্রাণিসম্পদ বিষয়ে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণ;
(৩) গাভী পালনে নতুন নতুন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

• লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের সহযোগিতায় ইতোমধ্যে খামারে ৩৭০টি সোনালী ও ফউমি মুরগি পালন শুরু করা হয়েছে।

• গত আগস্ট মাসে ০১টি গাভী বিক্রি করা এবং আরো একটি গাভী বিক্রির বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে।

• একটি গাভীর কৃত্রিম প্রজনন করা হয়েছে।

বার্ডের কার্যক্রমের আলোকচিত্র

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা পরিদর্শন করেন বার্ডর মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান

বার্ডের মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত স্টল পরিদর্শন করেন বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান

বার্ডের ভৌত উন্নয়ন প্রকল্পের নির্মাণাধীন অবকাঠামোসমূহ

সম্মেলন কাম শ্রেণি কক্ষ

আন্তর্জাতিক হোস্টেল

বার্ড মডেল স্কুল এর নতুন ভবন

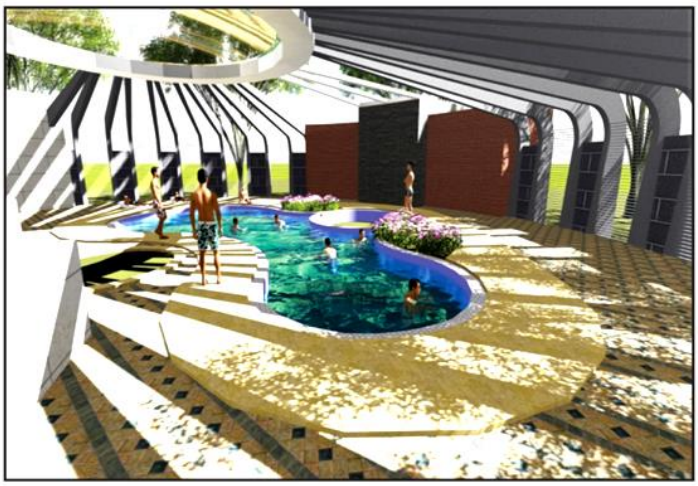

সুইমিং পুল

বার্ডের গবেষণা কার্যক্রম

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) সূচনা লগ্ন থেকেই পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। গ্রামীণ জীবনে বিদ্যমান সমস্যার কার্যকর সমাধানের উপায় উদ্ভাবনই বার্ডের গবেষণার মূল লক্ষ্য। বার্ডের গবেষণার ফলাফল সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে সহায়তা প্রদান করে থাকে, যার ফলে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। বার্ডের গবেষণা ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তাছাড়া, গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বার্ডের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কোর্সের উপকরণ তৈরি করা হয় এবং তা প্রশিক্ষণ ক্লাশে ব্যবহার করা হয়। বার্ড নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণা ছাড়াও দাতা ও সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। বার্ডের অভিজ্ঞ অনুষদ সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রকল্প মূল্যায়নেও অবদান রাখছে। বার্ড নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লীর উন্নয়নে অব্যাহতভাবে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে। উল্লেখ্য যে, বার্ড বরাবরই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন নীতি অনুসরণ করে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। সাম্প্রতিক সময়ে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত Sustainable Development Goals, ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ২০২১ ও ২০৪১-এর আলোকে পল্লী উন্নয়ন তথা জাতীয় উন্নয়নকে টেকসই করতে বার্ড গবেষণা পরিচালনা করছে। নিম্নে বার্ডের গবেষণা কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য প্রদান করা হলোঃ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনে গৃহীত নতুন গবেষণাসমূহের শিরোনাম নিম্নরূপ:

1. Inclusive Education and Training Towards Autism for Empowerment: A Sociological Study of Selected Villages
2. কুড়িগ্রাম ও বান্দরবান জেলার দারিদ্র্যতার স্বরূপ: প্রতিকার ও উন্নয়নে করণীয়
3. Climate Change Effects on the Livelihoods of Coastal Vulnerable People: A Case of South-Western Bangladesh
4. Changing Trend of Rural Economy and Livelihoods of a Typical Village of Cumilla
5. State of Primary Education in Rural Areas of Bangladesh
6. Union Parishad Complex in Bangladesh: Challenges and Potentialities
7. Strengthening Financial Capacity of Union Parishad for Better Service Delivery
8. Potentiality of Beekeeping in Bangladesh: Case of Dhaka, Chittagong and Barishal Division
9. Present Status of Small-Scale Freshwater Aquaculture in Rural Areas of Cumilla, Bangladesh
10. Challenges and Potentialities of Floodplain Aquaculture of the Meghna River Basin in Daudkandi Upazila of Cumilla District

বার্ডের বিভিন্ন পর্যায়ে চলমান গবেষণাসমূহের শিরোনাম নিম্নরূপঃ

1. River Bank Erosion and its Effects on Rural Society in Bangladesh
2. Education Safety Nets in Bangladesh: A Snapshot on Elite Capture
3. Reaping Demographic Dividends through ICT: A Case of LICT Project
4. Changing Land Use Pattern of Some Selected Villages in Bangladesh
5. Challenges and Potentialities of Youth Entrepreneurship Development in Rural Areas of Bangladesh: A Case of Two Districts
6. Potentialities and Strategies of Public Private Partnership in Rural Development of Bangladesh
7. Family and Human Development Aspirations: Socialization at Bangladesh Transforming Villages
8. Village Court and its Potentialities in Grievances Reduction of Bangladesh
9. Cost Benefit Analysis of Mechanized and Labour Intensive Crop Production
10. Changing Pattern of Public Administration in Rural Bangladesh
11. Interrelation between Socio-Economic Condition and Dietary Diversity in Rural Areas of Bangladesh: Analyzing the Determinants of Food Security
12. Strengthening Comprehensive Village Development Programme (CVDP): Experiences, Rural Changes and Outline of Institutional Sustainability
13. Development Process, Rural Transformation: Potentials and Challenges of Social Entrepreneurship Development
14. Present Conditions of Homestead Plantation in Comilla: A Case Study of Four Villages
15. Adoption of ICT in Local Government Institutes in a Developing Country: An Empirical Study on Bangladesh Rural Local Government
16. Problems and Prospects of Khadi Industry
17. Role of Rural Correspondents in Community Development of Bangladesh

সম্প্রতি সম্পাদিত গবেষণাসমূহ

1. Agricultural Practices, Problems and Potentials of Farmers in Comilla
2. Challenges and Prospects of Jute Cultivation: A Study on Farmer's Response in Selected Areas of Bangladesh
3. Empowerment and Food Security among Vulnerable Women Group in Selected Districts of Bangladesh
4. River Bank Erosion and its Effects on Rural Society in Bangladesh
5. ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জনসন্তুষ্টি ও কার্যকারিতা বিশ্লেষণ: চট্টগ্রাম বিভাগের উপর একটি সমীক্ষা
6. বিলুপ্ত ছিটমহল এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিরুপণ।
7. Paradox and Dynamics of Women Leadership at the Grassroots Based Local Government: The Case of Union Parishad in Bangladesh

বার্ড সম্প্রতি পরিচালনা পর্ষদ ও মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ২টি গবেষণা পরিচালনা করেছে। গবেষণা দুটি হলো:

1. Micro Credit Operation by the Public Sector in Bangladesh: Origin, Performance and Replication.
2. Ektee Bari Ektee Khamar (EBEK) Project: Challenges and Potentialitie

বার্ডের গবেষণা কার্যক্রম

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) সূচনা লগ্ন থেকেই পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। গ্রামীণ জীবনে বিদ্যমান সমস্যার কার্যকর সমাধানের উপায় উদ্ভাবনই বার্ডের গবেষণার মূল লক্ষ্য। বার্ডের গবেষণার ফলাফল সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে সহায়তা প্রদান করে থাকে, যার ফলে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। বার্ডের গবেষণা ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তাছাড়া, গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বার্ডের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কোর্সের উপকরণ তৈরি করা হয় এবং তা প্রশিক্ষণ ক্লাশে ব্যবহার করা হয়। বার্ড নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণা ছাড়াও দাতা ও সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। বার্ডের অভিজ্ঞ অনুষদ সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রকল্প মূল্যায়নেও অবদান রাখছে। বার্ড নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লীর উন্নয়নে অব্যাহতভাবে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে। উল্লেখ্য যে, বার্ড বরাবরই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন নীতি অনুসরণ করে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। সাম্প্রতিক সময়ে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত Sustainable Development Goals, ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ২০২১ ও ২০৪১-এর আলোকে পল্লী উন্নয়ন তথা জাতীয় উন্নয়নকে টেকসই করতে বার্ড গবেষণা পরিচালনা করছে। নিম্নে বার্ডের গবেষণা কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য প্রদান করা হলোঃ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনে গৃহীত নতুন গবেষণাসমূহের শিরোনাম নিম্নরূপ:

1. Inclusive Education and Training Towards Autism for Empowerment: A Sociological Study of Selected Villages
2. কুড়িগ্রাম ও বান্দরবান জেলার দারিদ্র্যতার স্বরূপ: প্রতিকার ও উন্নয়নে করণীয়
3. Climate Change Effects on the Livelihoods of Coastal Vulnerable People: A Case of South-Western Bangladesh
4. Changing Trend of Rural Economy and Livelihoods of a Typical Village of Cumilla
5. State of Primary Education in Rural Areas of Bangladesh
6. Union Parishad Complex in Bangladesh: Challenges and Potentialities
7. Strengthening Financial Capacity of Union Parishad for Better Service Delivery
8. Potentiality of Beekeeping in Bangladesh: Case of Dhaka, Chittagong and Barishal Division
9. Present Status of Small-Scale Freshwater Aquaculture in Rural Areas of Cumilla, Bangladesh
10. Challenges and Potentialities of Floodplain Aquaculture of the Meghna River Basin in Daudkandi Upazila of Cumilla District

বার্ডের বিভিন্ন পর্যায়ে চলমান গবেষণাসমূহের শিরোনাম নিম্নরূপঃ

1. River Bank Erosion and its Effects on Rural Society in Bangladesh
2. Education Safety Nets in Bangladesh: A Snapshot on Elite Capture
3. Reaping Demographic Dividends through ICT: A Case of LICT Project
4. Changing Land Use Pattern of Some Selected Villages in Bangladesh
5. Challenges and Potentialities of Youth Entrepreneurship Development in Rural Areas of Bangladesh: A Case of Two Districts
6. Potentialities and Strategies of Public Private Partnership in Rural Development of Bangladesh
7. Family and Human Development Aspirations: Socialization at Bangladesh Transforming Villages
8. Village Court and its Potentialities in Grievances Reduction of Bangladesh
9. Cost Benefit Analysis of Mechanized and Labour Intensive Crop Production
10. Changing Pattern of Public Administration in Rural Bangladesh
11. Interrelation between Socio-Economic Condition and Dietary Diversity in Rural Areas of Bangladesh: Analyzing the Determinants of Food Security
12. Strengthening Comprehensive Village Development Programme (CVDP): Experiences, Rural Changes and Outline of Institutional Sustainability
13. Development Process, Rural Transformation: Potentials and Challenges of Social Entrepreneurship Development
14. Present Conditions of Homestead Plantation in Comilla: A Case Study of Four Villages
15. Adoption of ICT in Local Government Institutes in a Developing Country: An Empirical Study on Bangladesh Rural Local Government
16. Problems and Prospects of Khadi Industry
17. Role of Rural Correspondents in Community Development of Bangladesh

সম্প্রতি সম্পাদিত গবেষণাসমূহ

1. Agricultural Practices, Problems and Potentials of Farmers in Comilla
2. Challenges and Prospects of Jute Cultivation: A Study on Farmer's Response in Selected Areas of Bangladesh
3. Empowerment and Food Security among Vulnerable Women Group in Selected Districts of Bangladesh
4. River Bank Erosion and its Effects on Rural Society in Bangladesh
5. ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জনসন্তুষ্টি ও কার্যকারিতা বিশ্লেষণ: চট্টগ্রাম বিভাগের উপর একটি সমীক্ষা
6. বিলুপ্ত ছিটমহল এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিরুপণ।
7. Paradox and Dynamics of Women Leadership at the Grassroots Based Local Government: The Case of Union Parishad in Bangladesh

বার্ড সম্প্রতি পরিচালনা পর্ষদ ও মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ২টি গবেষণা পরিচালনা করেছে। গবেষণা দুটি হলো:

1. Micro Credit Operation by the Public Sector in Bangladesh: Origin, Performance and Replication.
2. Ektee Bari Ektee Khamar (EBEK) Project: Challenges and Potentialitie

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের জীবনমান উন্নয়ন বিষয়ক প্রাক সমীক্ষা

বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম মিজানুর রহমান এর নেতৃত্বে গত ২৬-২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে খাগড়াছড়ি জেলা পরিদর্শনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন বিষয়ক প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরির জন্য একটি প্রাক-সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি সমৃদ্ধ অঞ্চল। বাংলাদেশের ১৩টি নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে বসবাস করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য বার্ড বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রাক সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিলো পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য সম্ভাবনাময় খাত চিহ্নিতকরণ এবং সমস্যাসমূহ সনাক্তকরণ। সমীক্ষা দল খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের সহযোগিতায় বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে মত বিনিময় সভা, সাপ্তাহিক বাজার এবং বাগান পরিদর্শন করে। মত বিনিময় সভায় সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং বাগান মালিক ও কুটির শিল্পের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

প্রাক-সমীক্ষায় জানানো হয় যে, এ অঞ্চলের কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন পর্যায়ে পানি বা সেচের অপ্রতুলতা, বাজারজাতকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নানামুখী সমস্যা বিদ্যমান। আরো মত প্রদান করা হয় যে, অকৃষিজ পণ্যের ব্র্যান্ডিং ও ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা ও অন্যান্য সামাজিক সমস্যা অত্র অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবন-যাত্রার মানকে প্রভাবিত করে থাকে।

উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিষয়ক গবেষণা ফলাফল

কুমিল্লা মডেলের একটি অন্যতম উপাদান দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় সমিতি ৬০ এর দশকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্ভব হয়। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে কৃষকদের উন্নয়নের জন্য একটি সমবায় সংগঠনের অধীনে একতাবদ্ধ করে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষম করে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়। বাংলাদেশ পল্লী বোর্ড (বিআরডিবি) দ্বিস্তর সমবায় সমিতি অর্থাৎ গ্রাম পর্যায়ে কৃষক সমবায় এবং উপজেলা পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি সারা দেশে সম্প্রসারণ করে।

দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র হতে পল্লীর সাধারণ জনগণকে মুক্তির লক্ষ্যে কৃষক সমবায় সমিতির ভূমিকা অপরিসীম। বর্তমানে উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিসমূহের কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং বিদ্যমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে উত্তরণে কী কী পদক্ষেপ নেয়া যায় তা অনুসন্ধানের জন্য বার্ডের একটি গবেষকদল কর্তৃক 'Performance and Opportunites of Upazila Central Co-operative Associations (UCCAs): An Analysis' শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়। এ গবেষণায় ১৪ জন ইউসিসিএ চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির ১৭৭ জনের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়।

গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির নেতৃত্ব প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গের গড় বয়স ৫৩ বছর। অন্যদিকে প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহের নেতৃবৃন্দের গড় বয়স ৪৯.৯৪। কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক উভয় সমবায় সমিতির নেতৃবৃন্দ তুলনামূলকভাবে বয়স্ক এবং তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে সমবায় সমিতির নেতৃত্বের সাথে জড়িত। অপেক্ষাকৃত তরুণ ও নতুন নেতৃত্ব কম।

গবেষণায় দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক উভয় সমবায় সমিতির সদস্যগণের অধিকাংশই অকৃষি কাজকে তাঁদের প্রধান পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, গ্রাম পর্যায়ে সমবায় সমিতির সদস্যগণের অকৃষি কাজের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে, কৃষক সমবায় সমিতি গঠন ও পরিচালনা হুমকির মুখে পড়েছে।

অধিকাংশ প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্যগণ সঞ্চয়ের মাধ্যমে সমিতির মূলধন গঠনে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করেন না। শুধু ঋণ প্রাপ্তির লক্ষ্যে সঞ্চয় ও শেয়ার ক্রয়ে আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে।

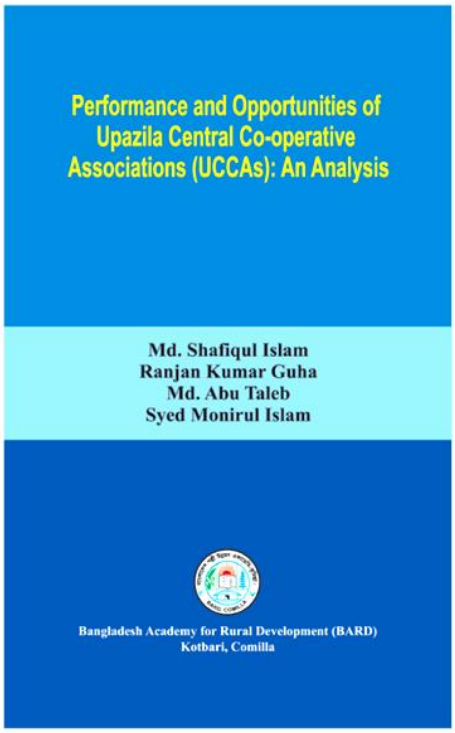

গবেষণায় উল্লেখ করা হয় যে, সমবায় সমিতিগুলোতে কৃষকের সংখ্যা অনেক কমেছে। নতুন কৃষক সমিতির সদস্য হওয়ার ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ দেখা যায় না।

গবেষণায় দেখা যায় যে, বেশীরভাগ প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহের সদস্য অনেক কম। ফলশ্রুতিতে শেয়ার ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে তহবিল গঠনের পরিমান হ্রাস পায়। তাছাড়া, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। শুধু ২৯% ইউসিসিএ নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে মাসিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে। তাছাড়া, প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্বাচনের পূর্বে কৃষকদের প্রয়োজনের বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছেনা বলে গবেষণায় দেখা গিয়েছে। ইউসিসিএ-এর প্রশিক্ষণ বাজেটের স্বল্পতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ বাজেট ও ভাতার স্বল্পতার কারণে প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন অনিয়মিতভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

ইউসিসিএসমূহের মূল আয় আসে ঋণ ও স্থায়ী ডিপোজিট হতে সুদ এবং বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো (যেমন দোকান, গোডাউন ইত্যাদি) ভাড়া প্রদান হতে। গবেষণায় দেখা যায় যে, ইউসিসিএ গড়ে ১৩ লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয় করে। অন্যদিকে ১২ লক্ষ টাকা বাৎসরিক ব্যয় করে অর্থাৎ ১ লক্ষ টাকা বাৎসরিক মুনাফা অর্জন করে। ইউসিসিএ-এর শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী 'ক' ও 'খ' ক্যাটাগরির ইউসিসিএসমূহ গড়ে যথাক্রমে ৩০ লক্ষ ও ২০ লক্ষ টাকা আয় করে। গবেষণায় দেখ যায় যে, বাৎসরিক সকল খরচের পর 'ক' ও 'খ' ক্যাটাগরির ইউসিসিএসমূহের প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা মূলধন হিসেবে থাকে। অন্যদিকে 'গ' ও তার পরবর্তী ক্যাটাগরির ইউসিসিএসমূহ তাদের বাৎসরিক খরচের পর আর তেমন কোন মূলধন থাকে না। সে ক্ষেত্রে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ইউসিসিএসমূহ একটি লাভজনক স্থায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠতে হলে যেই উদ্যোগের প্রয়োজন, তা অনেকাংশেই অনুপস্থিত।

গবেষণায় সুপারিশ করা হয় যে, ইউসিসিএসমূহ প্রাথমিক সমবায় সমিতিকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণনের জন্য অবকাঠামো তৈরি করে দিতে পারে। অন্যান্য দেশের ন্যায় সমবায় ব্যাংক ও ইনস্যুরেন্সের ব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে যে মুনাফা হয়, তা থেকে কৃষি পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে পারে।

গবেষণায় আরো সুপারিশ করা হয় যে, সমবায় আইনের প্রয়োগ, নিয়মিত ঋণ প্রদান ও কিস্তি আদায়, সাপ্তাহিক সভা, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নেতা নির্বাচন, মুনাফা বণ্টন ইত্যাদি কার্যক্রম কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিসমূহের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে উপায় নির্ধারণ করতে হবে। তাছাড়া প্রয়োজন ভিত্তিক ও বাস্তবধর্মী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিকে দক্ষ করে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে।

কোরিয়া রুরাল ইকোনমিক ইন্সটিটিউট ও বার্ডের যৌথ উদ্যোগে ভ্যালু চেইন বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা

বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশসমূহের দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকগণ পণ্যের উপযুক্ত মূল্য থেকে প্রায়শই বঞ্চিত হয়। অপর দিকে ভোক্তা যুক্তিসংগত মূল্যে পণ্য ক্রয় করতে পারেন না। পণ্য বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে পণ্যের দাম অযৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়টি অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের লক্ষ্যে Korea Rural Economic Institute (KREI) ও বার্ড-এর যৌথ উদ্যোগে পোল্ট্রী ও আনারস এর Value Chain পর্যালোচনার জন্য Value Chain Analysis of Poultry and Pineapple : Selected Cases of Bangladesh শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়।

গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল পোল্ট্রী ও আনারস উৎপাদকগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া; পোল্ট্রী এবং আনারসের প্রচলিত উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থাপনায় বিরাজমান সমস্যা ও বাধাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং মূল্য শিকল (Value Chain) পর্যালোচনান্তে দারিদ্র্য বিমোচনের কার্যকরী কৌশল নির্ধারণ করা।

গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলায় পোল্ট্রী এবং টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলায় আনারস বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হয়। ব্রয়লার ও লেয়ার উৎপাদকদের মধ্য থেকে ৪০ জন এবং ৪০ জন আনারস উৎপাদকের কাছ থেকে গবেষণার তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণায় উল্লেখ করা হয় যে, পোল্ট্রীর সাথে সম্পৃক্ত উৎপাদকগণ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই যথাযথ মূল্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন। ব্রয়লার ও লেয়ার মুরগীর উৎপাদন খরচ বেশি, প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাব, উৎপাদকদের অদক্ষ ব্যবস্থাপনা, মুরগীর বাচ্চার উচ্চমূল্য এবং দুর্বল বাজার ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশে পোল্ট্রী শিল্প যথাযথভাবে বিকশিত হতে পারছে না। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, পোল্ট্রী উৎপাদকগণের মধ্যে ৩৭% কৃষকের মূল পেশা ছিল পোল্ট্রী ব্যবসা। আনারস উৎপাদকদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অর্ধেকের বেশী উৎপাদক (৫৭%) আনারস উৎপাদনকে প্রদান পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

শ্রীপুর উপজেলায় পোল্ট্রী উৎপাদন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপ-জীবিকায় পরিণত হয়েছে। ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় কোম্পানীগুলো এই এলাকায় মুরগীর বাচ্চা উৎপাদনের হ্যাচারী এবং মুরগীর খাদ্য উৎপাদনের জন্য ফ্যাক্টরী স্থাপন করেছে। উৎপাদক এবং এ সকল কোম্পানীর মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। কোম্পানীগুলো মুরগীর বাচ্চা, ঔষধ এবং খাদ্য সরবরাহ করছে এই শর্তে যে, উৎপাদিত মুরগী/ডিম তাদের নিকট বিক্রয় করতে হবে। পাশাপাশি উৎপাদকদের মাঝে ঋণ সহায়তাও প্রদান করে থাকেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদকগণ গৃহীত ঋণের টাকা ফেরৎ দিতে ব্যর্থ হচ্ছেন। এর মূল কারণ অদক্ষ ব্যবস্থাপনা, দুর্বল বাজার ব্যবস্থাপনা ও পোল্ট্রীর মৃত্যুজনিত কারণে উৎপাদকরা প্রায়শই গৃহীত ঋণ ফেরৎ দিতে পারেন না। পাশাপাশি কোম্পানীসমূহ কর্তৃক বাকীতে পণ্য সহায়তার মূল্য নির্ধারণ কিছুটা উচ্চমূল্য হওয়ার কারণে উৎপাদকের উৎপাদন খরচ অনেক বেশী হয়। ফলে উৎপাদকরা যথাযথ মূল্য/লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যন্ত বিরাজমান এ্যাক্টরদের মাঝে উৎপাদককে অনেক বেশী ঝুঁকি নিতে হচ্ছে। বিনিময়ে লভ্যাংশ প্রাপ্তির পরিমাণ অনেক কম। দেখা যায় যে, একজন ব্রয়লার মুরগীর খামারী ১০০০ মুরগী থেকে প্রায় ১৭,০০০ টাকা লাভ করতে পারেন, সেখানে স্থানীয় ক্রেতা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ লাভ করেন ১৫,২৯৩ টাকা। পক্ষান্তরে, খুচরা বিক্রেতা ৭,৩৫৬ টাকা (১৫০টি মুরগীর জন্য) ও পাইকারী বিক্রেতাগণ ১৮,৭০০ (আঠারো হাজার সাতশত) টাকা লাভ করতে পারেন (৫৫০০ মুরগীতে প্রতিদিন)। এক্ষেত্রে তুলনামূলক বিচারে মুরগী উৎপাদকের লভ্যাংশের পরিমাণ অনেক কম।

বাজার ভালো হলে ১০০০ মুরগীর একজন খামারী দুই বৎসরে প্রায় ১,০০,০০০ টাকা আয় করতে পারেন। গত দুই দশকে বাংলাদেশে মুরগীর মাংস ও ডিম উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। শ্রীপুর উপজেলার পোল্ট্রী শিল্পের বিকাশের মূল কারণ হচ্ছে সহায়ক পরিবেশ অর্থাৎ মুরগীর বাচ্চা, ঔষধ, খাবার, সেবা সহায়তা প্রাপ্তির সহজলভ্যতা। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে ডিম

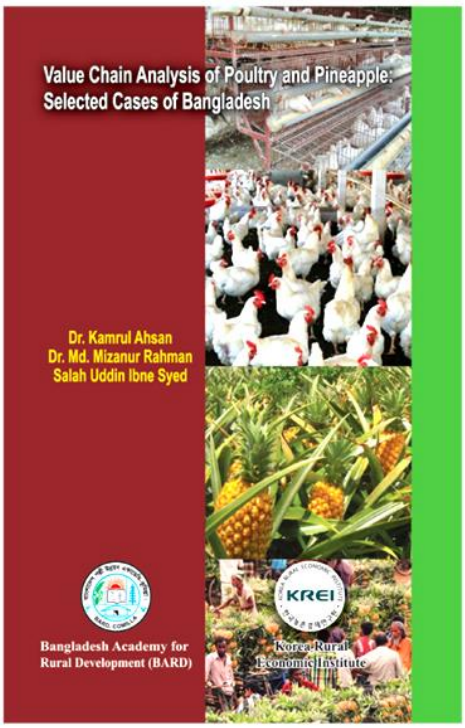

উৎপাদক খামারীরা বিভিন্ন ধরণের সমস্যা এবং সংকটের সম্মুখীন। উৎপাদিত ডিমের যথাযথ বাজার মূল্য না পাওয়া, উচ্চমূল্যে বাচ্চা ক্রয়, অতিরিক্ত খাবার মূল্য প্রভৃতি সমস্যা খামারীদের লভ্যাংশ অর্জনকে ঝুঁকির মুখে ফেলে দিয়েছে। পাশাপাশি বাকীতে উৎপাদন উপকরণ ক্রয় করলে অনেক বেশী ক্রয় মূল্য প্রদান করতে হয়। খামারীদের জন্য আরো একটি বড় ঝুঁকি হচ্ছে মুরগীর রোগ-বালাই। বার্ড-ফ্লু রোগে অনেক খামারীর সকল মুরগী মারা গিয়েছে। ডিম উৎপাদনকারী খামারীরা ঝুঁকি গ্রহণ করলেও লভ্যাংশ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ব্রয়লার উৎপাদকদের চেয়ে বেশী সুবিধা পেয়ে থাকেন। গত জুলাই ২০১৮ সময়ে সংগৃহীত তথ্যানুসারে, খামারে বিক্রিত ডিম ও ডিম উৎপাদন মূল্যের পার্থক্য বিচারে ডিম বিক্রয়ে খামারীরা ৪৯% লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ লভ্যাংশ পেয়েছেন খুচরা বিক্রেতা (১০.২৫%)। পাইকারী বিক্রেতা লভ্যাংশ পেয়েছেন (৫.২০%)। পক্ষান্তরে, স্থানীয় এজেন্ট লভ্যাংশ পেয়েছেন ১.৫৮%। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে পাইকারী বিক্রেতা ও এজেন্ট প্রতি ইউনিট ডিমে লভ্যাংশ কম পেলেও সংখ্যাগত বিচারে তাদের বিক্রয়ের পরিমাণ অনেক বেশী, যা তাদের সামগ্রিকভাবে বেশী লাভ এনে দেয়। শতকরা হিসাব এবং সংখ্যাগত দিক বিবেচনায় একজন খামারী তাঁর উৎপাদিত ৯০০ ডিমের মূল্য পান ৪৪১ টাকা (লভ্যাংশ ৪৯%)। ডিলার পেয়ে থাকে ৮৪০ টাকা (১২,০০০ ডিমের জন্য)। একজন হোলসেল বিক্রেতা প্রতিদিন ১,৬০,০০০ ডিম বিক্রি করায় তার লাভ হয় ৩৬,৮০০ টাকা। একজন রিটেইলার দৈনিক ৪০,০০০ ডিম বিক্রি করাতে তার লাভ হয়েছে ৬,০০০ টাকা। স্থানীয় একজন দোকানদার দৈনিক ২০০টি ডিম বিক্রি করে ৪৫০ টাকা লাভ করে।

আনারস উৎপাদকের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে জানা যায় যে, আনারস চাষীরা আনারসের পাশাপাশি কলা, কচু, আদা, পেঁপে, হলুদ এবং মরিচের আবাদ করে থাকেন। কলা বাদে এ সকল ফসলই এক বর্ষজীবী, কলা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দুই বর্ষজীবী। সহায়ক ভূমি ও প্রাকৃতিক অবস্থান এবং নিম্ন উৎপাদন খরচ এর বিপরীতে মধুপুর অঞ্চলের কৃষকগণ উচ্চ লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন। মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, আনারসের সাথে কলা, কচু, আদা, হলুদ এবং মরিচের চাষ কৃষকের জন্য অধিক উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। প্রতি একর জমিতে বছরে শুধুমাত্র আনারস থেকে একজন কৃষক ৭০,০০০ থেকে ১,০০,০০০ টাকা আয় করতে পারেন।

উৎপাদিত আনারস বাজারজাতকরণ কৃষকদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। পঁচনশীল কৃষি পণ্য হওয়ার কারণে অতি দ্রুত বাজারজাত করতে হয়। এক্ষেত্রে কৃষকরা স্থানীয় ব্যাপারী এবং আড়তদারদের কাছ থেকে যথাযথ মূল্য পান না বলে গবেষণায় উল্লেখ করা হয়। উৎপাদকরা লভ্যাংশ পান ৪১.৬%।

পাইকারী বিক্রেতা পান ১৮.৬% লভ্যাংশ। সর্বোচ্চ লভ্যাংশ পান ভ্রাম্যমান বিক্রেতা, যার পরিমাণ হলো ৪৪.২৫%, খুচরা বিক্রেতার লভ্যাংশ ৩৫.৩৯%।

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুসরণে কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে, যেমন: (ক) পোল্ট্রীর ক্ষেত্রে মুরগীর বাচ্চা, পোল্ট্রী ফিড এবং ঔষধ এর মূল্য নির্ধারণে নীতিমালা প্রণয়ন; (খ) খামারীগণকে সরকারি ও বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী ঋণ সহায়তা প্রদান; (গ) পোল্ট্রীর স্বাস্থ্য সেবা ও জৈব নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকারি/বেসরকারি ভেটেরনারী সার্ভিস আরও কার্যকরী করা। অন্যদিকে, আনারসের ক্ষেত্রে আনারসের জুস, জ্যাম, জেলী ও চিপস তৈরীর প্রসেসিং ইউনিট স্থাপন; আনারস ও আনারস উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ ও সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি; কৃষকদের উৎপাদন সহায়তা প্রদানে সহজ শর্তে ঋণ সুবিধার ব্যবস্থা রাখা; কৃষক পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং হিমাগার স্থাপনের মাধ্যমে অধিক উৎপাদিত আনারস সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলন

১ম পৃষ্ঠার পর

পরিকল্পনা সম্মেলনে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের উচ্চ ও মধ্য পর্যায়ের ৮০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলনে বার্ডের বিগত বছরের প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা সংক্রান্ত কার্যাবলী পর্যালোচনা করা হয় এবং আগামী বছরের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা ও নাগরিক সম্প্রদায় এবং একাডেমিক ও গবেষণাধর্মী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও সমবায় সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিগণ এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বার্ডের ভবিষ্যত কার্যক্রম সম্পর্কে মূল্যবান অভিমত ও পরামর্শ প্রদান করেন। সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ও বার্ড পরিচালনা পর্ষদের সদস্য অধ্যাপক ড. এমরান কবীর চৌধুরী। সমাপনী বক্তব্যে মাননীয় উপচার্য বলেন, বার্ড বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নের সূতিকাগারের ভূমিকা পালন করছে। বার্ডের পরীক্ষামূলক প্রকল্পগুলো সারা বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। উক্ত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান। সভাপতি মহোদয় তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, দেশের উন্নয়নের জন্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে। সরকারের গৃহীত কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নের জন্য সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

শখের কৃষিঃ ছাদ বাগান এর আদ্যপান্ত

কামরুল হাসান, সহকারী পরিচালক, বার্ড

"আধুনিক সভ্যতা দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ"। বিজ্ঞান ও সভ্যতার চরম উৎকর্ষতার এ যুগে কথাটি শতভাগ সত্য। ছুটে চলছি আমরা প্রতিনিয়ত, হতে চলেছি শহরবন্দী। ইট কাঠের ব্যস্ত শহরে যখন আমরা হাঁপিয়ে উঠি, তখনই আমরা ছুটে চলি সবুজের পানে। সবুজের প্রতি আমাদের এ ভালবাসা চিরন্তন। শহুরে নাগরিক জীবনের একঘেয়েমি দূর করার জন্য ছাদ কৃষি বা ছাদ বাগান একটি উত্তম উপায়। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের কল্যাণে ছাদ কৃষির সাথে কম বেশি আমরা সবাই পরিচিত। সাধারণত: পাকা বাড়ির খালি ছাদ অথবা বেলকনীতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ফুল, ফল, শাক-সবজির বাগান গড়ে তোলাকে ছাদ বাগান বলা হয়। আজকাল এর প্রতি মানুষের আগ্রহ দিন দিন বেড়েই চলছে। শহর থেকে সবুজ হারিয়ে গেলেও শহরে বসবাসকারী মানুষের শিকড়ের প্রতি এই ভালবাসাকে ফিরিয়ে আনছে ছাদ কৃষি। শৌখিন মানুষরা তাদের ঘর বাড়িতে সবুজকে ধরে রাখার জন্য একান্ত নিজস্ব ভাবনা আর প্রচেষ্টায় আপন আপন বাড়ির ছাদে তৈরি করছে ছাদ বাগান। সময়ের সাথে এ বাগান এখন আর শৌখিনতায় আটকে নেই। নিরাপদ সবজি দিয়ে পারিবারিক পুষ্টি চাহিদাপূরণ, পারিবারিক বিনোদন এবং অবসর কাটানোর এক মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে এ ছাদ বাগানগুলো। কিন্তু পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবে অনেক আগ্রহের সাথে শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত অনেকেই কাঙ্খিত মাত্রায় সফল হতে পারছেন না। তাই বাগান করার আগে কিছু আবশ্যিক বিষয় জেনে নিতে হবে।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

যেহেতু ছাদ বাগানে জায়গার সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে চাহিদা এবং পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ফুল, ফল ও সবজির বাগান করা হয়, তাই দরকার হয় সঠিক পরিচর্যার। আর তার জন্য প্রয়োজন কিছু যন্ত্রপাতি যা প্রথমেই সংগ্রহ করে নিতে হবে। এসব যন্ত্রপাতির মধ্যে আছে সিকেচার, কোদাল, নিড়ানি, কাচি, ঝরনা, বালতি, করাত, খুরপি, স্প্রে মেশিন।

বাগান পদ্ধতি

ছাদে বাগান দু'ভাগে করা যায়। ১) কাঠ বা লোহার ফ্রেমের বেড এবং ২) টব, ড্রাম বা পট কনটেইনার

কাঠ বা লোহার ফ্রেমের বেড তৈরি

এ ক্ষেত্রে পুরো ছাদ বা ছাদের অংশবিশেষ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কার্নিশের পাশে বা আলাদা ফ্রেম করে সুন্দরভাবে ডিজাইন করে সেটিং করা যায়। এক্ষেত্রে জল ছাদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। জল ছাদ না থাকলে আলকাতরার প্রলেপ দিয়ে তার ওপর মোটা পলিথিন বিছিয়ে তার ওপর মাটি দিতে হবে। অন্তত দু'ফুট পুরু মাটির স্তর থাকতে হবে। অতিরিক্ত পানি, সার পাবার সুষ্ঠু পথ রাখতে হবে। পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হবে। ৩/৪ বছর পর পুরো বেড ভেঙ্গে নতুন করে তৈরি করতে হবে। ছাদে বাগানের জন্য শুরুতেই যদি মাটিকে ফরমালডিহাইড দিয়ে (প্রতি লিটার পানির সাথে ১০০ মিলিলিটার ফরমালডিহাইড) শোধন করে নেয়া যায় তাহলে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এক্ষত্রে বর্ণিত মাত্রায় ফরমালডিহাইড মিশ্রিত পানি মাটিতে ছিটিয়ে দিয়ে পুরো মাটিকে মোটা পলিথিন দিয়ে ৩/৪ দিন ঢেকে রাখতে হবে। পরে পলিথিন উঠিয়ে সূর্যের আলোর তাপে খুলে রাখতে হবে পরবর্তী ৩/৪ দিন পর্যন্ত। ফরমালিনের গন্ধ শেষ হয়ে গেলেই মাটি ব্যবহারের উপযোগী হবে।

টব, ড্রাম, পট, কনটেইনার ব্যবহার করে

এ পদ্ধতির মধ্যে ড্রাম, বালতি, টব, কনটেইনার এসবের যেকোন একটি বা দুটি নির্বাচন করার পর পাত্রের তলায় কিছু পরিমাণ খোয়া (ইট,পাথরের কণা) দিতে হবে। ইটের খোয়া পানি নিষ্কাশন এবং অতিরিক্ত পানি বের করে দেয়া এবং পাত্রের ভেতরে বাতাস চলাচলের সহায়তা করে। এক্ষেত্রেও অর্ধেক মাটি এবং অর্ধেক পঁচা জৈব সারের মিশ্রণ হতে হবে। মনে রাখতে হবে, শাক-সবজি, ফুলের জন্য ছোট খাটো টব বা পাত্র হলেও চলে। কিন্তু ফলের ক্ষেত্রে পাত্র/ড্রাম যত বড় হয় তত ভালো। কেননা, ফল গাছের শেকড় প্রাকৃতিকভাবে বেশ গভীরে যায়। সেজন্য ছাদের বাগানে টব/ড্রামের আকার যত বড় হয় তত ভালো হয়। টবে/ড্রামে গাছ/ জাত নির্বাচনের পর যৌক্তিকভাবে সাজাতে হবে। যেমন বড় গাছ পশ্চিম ও উত্তর পাশে দিতে হবে। এতে আলো বাতাস রোদ ভালোভাবে পাবে। তাছাড়া ছাদে বাগান করার ক্ষেত্রে ফল চাষাবাদে কলমের এবং হাইব্রিড জাতের ব্যবহার বেশি ফলদায়ক।

ছাদ বাগানের উপযুক্ত গাছ

ক) আম- বারি আম-৩ (আম্রপালি), বাউ আম-২ (সিন্দুরী);
খ) পেয়ারা- বারি পেয়ারা-২, ইপসা পেয়ারা-১;
গ) কুল- বাউ কুল-১, ইপসা কুল-১ (আপেল কুল), থাই কুল-২;
ঘ) লেবু- বারি লেবু -২ ও ৩, বাউ কাগজি লেবু-১;
ঙ) আমড়া- বারি আমড়া-১, বাউ আমড়া-১;
চ) করমচা- থাই করমচা;
ছ) ডালিম- (দেশী উন্নত);
জ) কমলা ও মাল্টা - বারি কমলা-১, বারি মাল্টা - ১;
ঝ) জামরুল- বাউ জামরুল-১ (নাসপাতি জামরুল), বাউ জামরুল-২ (আপেল জামরুল) ইত্যাদি।
ঞ) সবজি- লাল শাক, পালং শাক, মূলা শাক, ডাটা শাক, কলমী শাক, পুইঁশাক, লেটুস, বেগুন, টমেটো, মরিচ ইত্যাদি।
ট) ফুলের মধ্যে গোলাপ, গাঁদা, দোলনচাঁপা, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, ইউফোরবিয়াসহ মৌসুমি সব ফুলেরই চাষ করা সম্ভব।

পরিচর্যা

ছাদবাগানে পরিচর্যা খুবই জরুরী। নিয়মিত পরিচর্যা না করলে ফলন পাওয়া যাবে না এবং গাছগুলোকে বাঁচিয়ে রাখাও কঠিন। ছাদবাগানে যেহেতু মাটির ব্যবহার হয় তাই নিয়মিত গাছে পানি দিতে হবে। পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের জন্য জৈব নাশক ব্যবহার করা উত্তম। যদি আক্রমণ বেশি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে। খেয়াল রাখতে হবে গাছে সেচ দিতে হবে সকালে অথবা বিকেলে এবং বালাইনাশক দিতে হবে বিকেলে। রাসায়নিক সার কম ব্যবহার করে জৈব সার বেশি পরিমাণে ব্যবহার করতে হবে।

সতর্কতা

১. ছাদে কাজ করার সময় নিরাপত্তার ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে। ছাদে অবশ্যই কার্নিশ থাকতে হবে এবং বর্ষাকালে মেঝে পিচ্ছিল কি না তা দেখে নিতে হবে।
২. পরামর্শ ছাড়া কোন কীটনাশক ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে।
৩. কীটনাশক স্প্রে করার সময় অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।

আয়বর্ধক কর্মকান্ড হিসেবে মৌমাছি পালনঃ লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের একটি বিশেষ উদ্যোগ

ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম, পরিচালক বার্ড
মোঃ বাবু হোসেন, সহকারী পরিচালক, বার্ড

বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে অল্প পুঁজি, স্বল্প শ্রম এবং সামান্য কারিগরী জ্ঞান বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে মৌমাছি পালন করা সম্ভব। মৌমাছি পালনের মাধ্যমে ফল ও ফসলের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়, পুষ্ট ও ভাল মানের বীজ উৎপাদান হয়। ফসলের সুষ্ঠু পরাগায়নের মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধির পাশাপাশি মৌমাছি পালনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, বিশুদ্ধ মধু, মোম ও বাড়তি আয় করা যায়। উৎপাদিত বিশুদ্ধ মধু কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, সুস্বাস্থ্য অর্জন এবং মধুতে উচ্চমান সম্পন্ন স্বাস্থ্য সুরক্ষার বহু উপাদান থাকায় মধু পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে দৈহিক গঠনে এবং বিভিন্ন রোগের ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মূল কথা মৌমাছি উদ্ভিদকে সাহায্য করে, উদ্ভিদ মৌমাছিকে সাহায্য করে আর মানুষ উভয়ের ফল ভোগ করে।

বাংলাদেশে সচরাচর চার প্রজাতির মৌমাছি দেখা যায়। এর মধ্যে এপিস মেলিফেরা এবং এপিস সিরেনা মৌমাছি বাণিজ্যিকভাবে মধু উৎপাদনের জন্য চাষ করা হয়, তবে এপিস মেলিফেরার তুলনামূলকভাবে এপিস সিরেনা থেকে মধু উৎপাদন ক্ষমতা ৫/৬ গুণ বেশী। তাছাড়া, মেলিফেরা মৌমাছির বংশ বৃদ্ধি, কলোনী ব্যবস্থাপনা তুলনামূলকভাবে সহজ, তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী, শান্ত প্রকৃতির, এদের বাক্স ছেড়ে গৃহ ত্যাগ করার প্রবণতা কম থাকে এবং একত্রে ১০০ এর অধিক কলোনী এক সঙ্গে রেখে মধু উৎপাদন করা যায়।

মৌমাছি পালনের জন্য মৌ বাক্স স্থাপনের আলাদাভাবে কোনো জায়গার প্রয়োজন হয় না। বাড়ির আনাচে-কানাচে, ঘরের বারান্দায়, ছাদে কিংবা বাগানেও মৌ বাক্স রাখা যায়। স্বল্প পরিশ্রমে এ ধরনের মৌ বাক্স স্থাপনের মাধ্যমে একদিকে যেমন আর্থিক দিক থেকে লাভবান হওয়া যায়, তেমনি পরাগায়ন প্রক্রিয়ায় সহায়তাদানের মাধ্যমে ফল ও ফসলের উৎপাদনে পরোক্ষভাবে সহযোগিতা দান করা যায়।

বর্ণিত সুফলের কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "সমন্বিত কৃষি কর্মকান্ডের মাধ্যমে কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ী এলাকার জনগণের জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে কুমিল্লা জেলার তিনটি উপজেলার ৬৮টি গ্রামের ১৭৫০টি পরিবারকে মৌ চাষের আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে এবং মৌ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি, প্রশিক্ষণ ও পরামর্শক সেবাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩০০ জন প্রকল্পের সুফলভোগীকে মৌচাষে আওতাভুক্ত করা হয়েছে এবং তাঁদেরকে মৌচাষের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি হিসেবে মৌমাছিসহ মৌ বাক্স, মধু, মৌ-জ্যাকেট প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে মৌমাছি পালনের সম্পূরক খাবার হিসেবে মৌমাছি পালনকারী প্রত্যেক সুফলভোগীকে ৪ কেজি করে মোট ১,২০০ কেজি চিনি বিতরণ করা হয়েছে। সঠিক পদ্ধতিতে মৌমাছি পালনের জন্য এ পর্যন্ত ৪৮০ জন সুফলভোগীকে বার্ডে ৩ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং হাতে-কলমে মৌমাছি পালন শিখানোর জন্য বার্ড প্রদর্শনী মৌ-কলোনীতে তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক সেশনের পাশাপাশি ব্যবহারিক জ্ঞান প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে সুফলভোগীদেরকে মৌমাছি পালনের উপর প্রকল্প থেকে প্রণীত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে প্রত্যেক সুফলভোগী মৌমাছি পালনের গুরুত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেছে এবং মৌমাছি পালনের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

সঠিকভাবে মৌমাছি পালনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি সুস্বাস্থ্য অর্জনে পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে মধু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। পাশাপাশি খাদ্য ঘাটতি পূরণে বিভিন্ন ফসলের পরাগায়নেও মৌমাছি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়। সঠিকভাবে মৌমাছি পালন করতে পারলে সুফলভোগীগণ সমাজে নিজেকে সফল মৌ-চাষী হিসেবে গড়ে তুলতে পারবেন।

উপদেষ্টা সম্পাদক
ড. এম. মিজানুর রহমান
মহাপরিচালক, বার্ড

সম্পাদক
ড. আবদুল করিম
যুগ্ম পরিচালক (গবেষণা), বার্ড

সহযোগী সম্পাদক
বেগম আফরীন খান
উপ-পরিচালক (পল্লী শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়ন), বার্ড

মহাপরিচালক, বার্ড
কোটবাড়ী, কুমিল্লা কর্তৃক প্রকাশিত

ইন্ডাষ্ট্রীয়েল প্রেস, কুমিল্লা।
E-mail : ind.press09@gmail.com

গ্রাম উন্নয়ন

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা-৩৫০৩
ফোন : ০৮১-৬০৬০১-৬, ৬৫০১১, ৬৫০৭০
ফ্যাক্স : ০৮১-৬৮৪০৬
ই-মেইল : dg@bard.gov.bd
training.bard@gmail.com
ওয়েব সাইট : www.bard.gov.bd

BOOK POST